দৈনিক সংবাদ

46

তারিখ 0 9 AUG 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

মেধাবী ও কৃতী শিক্ষার্থীদের মত

প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি মেধা বিকাশের পথে অন্তরায়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

এবার এসএসসি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখলকারী মেধাবী কৃতী ছাত্ররা সবাই পরীক্ষার সিলেবাসে প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতির বিরুদ্ধে। মেধাবী ছাত্রদের মতে, পরীক্ষায় প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি একজন শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে মারাত্মক রকমের অন্তরায়।

প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি বহাল রাখার জন্য কিছু ছাত্রের আন্দোলন সম্পর্কে তাদের অভিমত ঃ আন্দোলনকারীরা নিজেরাও জানে না যে, এই পদ্ধতি তাদের পরবর্তী শিক্ষাজীবনে কতটা খারাপ প্রভাব ফেলবে। বিজ্ঞান শাখায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী এহসানুল ইসলাম রিফাত কড়া ভাষায়

মত ঃ পৃঃ ৮ কঃ ১

মত ঃ প্রশ্ন ব্যাংক অন্তরায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলল, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা নেয়া উচিত। গতকাল মঙ্গলবার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে এ অভিমত পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, গত দুই বছর এসএসসি পরীক্ষায় যারা শীর্ষস্থানগুলো দখল করেছিল, তারাও প্রশ্নব্যাংকের বিরুদ্ধে তাদের মত দিয়েছিল।

মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সবাই ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে। সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রিপার মতে, রাজনীতি যে খারাপ তা নয়, তবে খারাপ হচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতি। এখানে একজন ভাল ছাত্র রাজনীতিতে জড়ালে দেখা যায় তার পরবর্তী শিক্ষাজীবনের ফল খারাপ হচ্ছে।

এইচ এস তারেক আহমেদ
সামাজিক বিজ্ঞানে প্রথম

ঝিলগাঁও গভঃ হাই স্কুলের ছাত্র এইচ এস তারেক এবার ৮৬৪ নম্বর পেয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় প্রথম স্থান দখল করেছে। এই ফল তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না, সে ধরেই রেখেছিল যে প্রথম পাঁচজনের মধ্যে সে থাকবে। এই আনন্দের দিনে তারেকের বাবা এইচ এস সুবহান আহমেদ দেশে নেই, বাংলাদেশ বিমানে চাকরির সুবাদে তিনি এখন হল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডামে। গৃহিণী মা আফরোজা নাসিমা আহমেদ ছেলের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত।

দুই ভাই এক বোনের মধ্যে দ্বিতীয় তারেকের প্রিয় বিষয় অর্থনীতি এবং পৌরনীতি, কিন্তু ভবিষ্যতে সে পড়াশোনা করবে ব্যবসায় প্রশাসন অথবা একাউন্টিংয়ের উপর। এর কারণ হিসেবে সে জানায়, দেশে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের বাস্তব অবস্থা থেকেই তার এ সিদ্ধান্ত। সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও বিজ্ঞানের ফলিত শাখার প্রতি তারেকের প্রচুর আগ্রহ, পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সে ক্রিকেট খেলা আর গান শোনার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে বিভিন্ন কাজে আনন্দ পায়। গত তিন বছর সে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান মেলাতেও অংশ নিয়েছে, অংশ নিয়েছে উপস্থিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায়।

স্কুলের বাইরে বাড়িতে তারেক প্রতিদিন ৩ থেকে ৪ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। তার মতে, ভাল ফলের জন্য বেশি বেশি পড়াটা কোন কথা নয়, আসলে যতক্ষণই পড়ালেখা করা হয় ততক্ষণই তা করা উচিত একাগ্রচিত্তে এবং বিষয়ের প্রতি আগ্রহ নিয়ে। কারণ আগ্রহ না থাকলে কোন বিষয় মুখস্থ করা যায়, কিন্তু শেখা যায় না।

ক্রিকেটপ্রিয় তারেক স্কুল ফাঁকি দিয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে গেছে খেলা দেখতে, মোহামেডান ওর প্রিয় দল।

বিজ্ঞান শাখায় প্রথম
আবদুর রহিম মুস্তাফা

বিজ্ঞান শাখায় ৮৯৮ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান যুগ্মভাবে দু'জনে দখল করেছে, এদের একজন আইডিয়াল হাই স্কুলের ছাত্র আবদুর রহিম মুস্তাফা। পরীক্ষায় ভাল করবে এ বিশ্বাস তার ছিল, কিন্তু একেবারে প্রথম স্থানটিই দখল করবে সেটা ভাবতে পারেনি। মা নার্জমা আহমেদের অবদান সবচেয়ে বেশি তার ফলের পেছনে— এটা জানাল আবদুর রহিম মুস্তাফা। ওর পিতা মহিউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন '৮৪ সালে। ব্যবসায়ী মামা খুরশীদ আলমের অনুপ্রেরণার কথা বলতে ভুলেনি সে।

তিন ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয় আবদুর রহিম মুস্তাফা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজে, এর পরে চলে আসে আইডিয়াল স্কুলে। বর্তমান বাসা থেকে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল দূরে বলেই তার সে স্কুল ছেড়ে আসা।

কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রকৌশলী হতে ইচ্ছুক মুস্তাফা প্রতিদিন বাড়িতে ৬ থেকে ৭ ঘন্টা করে পড়াশোনা করেছে। অবসর সময়ে সে ভালবাসে হুমায়ূন আহমেদের গল্প আর কাজী নজরুলের কবিতা পড়তে। ক্রিকেট তার প্রিয় খেলা। আবদুর রহিম মুস্তাফার মতে ভাল ফল করার জন্য দরকার পরিকল্পনামাফিক পড়াশোনা করা।

এহসানুল ইসলাম
বিজ্ঞানে দ্বিতীয়

আইডিয়াল হাই স্কুলের ছাত্র এহসানুল ইসলাম রিফাত ৮৯৭ নম্বর পেয়ে বিজ্ঞান শাখায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। বাসায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। তার মতে মনোযোগ দিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা ছাড়া ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব নয়, তবে এর সঙ্গে অবশ্যই 'আল্লাহর রহমত' থাকতে হবে।

রিফাত মেধা তালিকায় থাকবে ভেবেছিল, কিন্তু এতটা উপরের দিকে তা ভাবেনি। পড়াশোনার পাশাপাশি দাবা আর ক্রিকেট খেলার দিকে ওর ঝোঁক বেশি। রিফাত ক্রিকেটে মোহামেডানের সমর্থক। দুই বোন এক ভাইয়ের মধ্যে রিফাত দ্বিতীয়, তার বাবা মোঃ নূরুল ইসলাম বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থার জিজিএম। বর্তমানে চট্টগ্রামের কাপ্তাইঘাট উড টিটমেন্ট প্ল্যান্টে কর্মরত। মা সেলিনা ইসলাম গৃহিণী।

ভবিষ্যতে কম্পিউটার প্রকৌশলী হতে ইচ্ছুক রিফাতের প্রিয় লেখক শওকত আলী, শংকর, সুনীল আর হুমায়ূন আহমেদ।

সানজিদা হোসেন রিপা
সামাজিক বিজ্ঞানে দ্বিতীয়

আইডিয়াল হাইস্কুলের ছাত্রী রিপা সোমবার রাতে বিভিন্ন জনের কাছে শুনেছে যে সে সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় প্রথম হয়েছে। কিন্তু গতকাল ফল প্রকাশের পর দেখা যায় সে ৮৫৯ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। তাই তার আনন্দ ছিল কিছুটা চাপা ধরনের। তবে পরীক্ষার পরই ওর ধারণা ছিল সে প্রথম পাঁচজনের মধ্যে থাকবে। ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রশাসন নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক রিপা প্রতিদিন বাড়িতে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। এছাড়া কয়েকটি বিষয়ে ব্যাচের সঙ্গে প্রাইভেট পড়েছে।

তিন বোন এক ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয় রিপার বাবা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে চাকরি করেন, মা তৌহিদা আনোয়ার গৃহিণী। রিপার বড় ভাইও একজন মেধাবী ছাত্র, এসএসসি'তে স্ট্যান্ড করেছিল, বর্তমানে দেশের বাইরে পড়াশোনা করছে।

রিপার অবসর সময় কাটে বই পড়ে, হুমায়ূন আহমেদ ওর প্রিয় লেখক।